টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Regd. No. C. 853

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই মাঘ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

গঙ্গার ভাঙ্গনে জঙ্গিপুর মহকুমা বিলুপ্তির পথে

লক্ষাধিক লোক নিরাশ্রয়

কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী না আসায় হতাশা

নিমতিতা, ১৭ই জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা থানার অন্তর্গত অর্জ্জুনপুর ইউনিয়ন হতে সুতী থানার গঙ্গাতীরবর্ত্তী এলাকা পর্য্যন্ত গঙ্গার ভাঙ্গনের ধ্বংসলীলাকে খণ্ড প্রলয় বলা চলে। ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জ থানা এলাকার সাবেক ধুলিয়ান, নয়নসুখ, ব্রাহ্মণগ্রাম, প্রতাপগঞ্জ, শিকদারপুর, দুর্গাপুর-শিবনগর, ধুসড়ীপাড়া, হীরানন্দপুর ও সুতী থানার দেবীপুর ও কালীগঞ্জ ছিল জনবহুল গ্রাম। প্রতি বৎসর গঙ্গার ভাঙ্গনে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এখনও যেটুকু আছে, সেটুকুও থাকে কিনা সন্দেহ। ফরাক্কা হতে ভাটির দিকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত নিমতিতা এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে এই শীতকালেও গঙ্গার ভাঙ্গন বন্ধ হয়নি। প্রতাপগঞ্জ হতে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার কালীতলা পর্য্যন্ত পরিণত হয়েছে বিশাল সমুদ্রে। নিমতিতা এখন আগেকার নিমতিতার কঙ্কালমাত্র। এটুকুও ভাঙ্গনের মুখে। গঙ্গার ভাঙ্গনে বহু পাকা কাঁচা বাড়ি, গাছপালা, বাগান একের পর এক নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। এই বিলুপ্তিতে লক্ষাধিক লোক আশ্রয়-হীন হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, আর মাথা গোঁজার জায়গার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। বাসের জায়গা বলতে কিছু নাই। এখন স্থানীয় "জলসাঘর" খ্যাত প্রাচীন জমিদার ভবন, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী ভবনগুলি নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই ভাঙ্গনের জন্য জাতীয় সড়কও বিপদের মুখে।

পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী সম্প্রতি এখানে এসে ভাঙ্গনের অবস্থা দেখে গেছেন। গত ১৩ই জানুয়ারী ফরাক্কায় গঙ্গার ভাঙ্গনের প্রতিরোধকল্পে সরেজমিনে দেখবার জন্য কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রীকে, এল, রাও এর আসার কথা ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে ঐ দিন একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগের ইনজিনিয়ার, রাজ্য সেচমন্ত্রী শ্রীএম, গণি খান চৌধুরী, মহকুমা শাসক, সেচ বিভাগের কয়েকজন উপদেষ্টা প্রভৃতি উপস্থিত হন। শেষ পর্য্যন্ত মাননীয় কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী না আসায় সভার অনুষ্ঠান হয়নি এবং তার জন্যে এই অঞ্চলের লোকেদের মনে দারুণ হতাশার সঞ্চার হয়েছে।

গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধে রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারী স্তরে আশু উদ্যোগের অভাব দেখা দিলে যে বিপর্য্যয় নেমে আসবে, তার প্রতিকার তখন কোনমতেই সম্ভব হবে না। জাতীয় সড়ক বিনষ্ট হলে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল সামরিক, বেসামরিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের গুরুত্ব হারাবে।

গনকরে (মির্জাপুর) বিভাগীয় ডাকঘর না হবার কারণ কি?

জঙ্গিপুর মহকুমার অধীন গনকর একটি শিল্পপ্রধান গ্রাম। এই গ্রামে মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত রেশম শিল্পীদের বাস এবং ব্যক্তিগত রেশমের ব্যবসা ছাড়াও এই গ্রামে রেশম শিল্প সমবায় সমিতিও আছে। এখান থেকে ভারতের নানা জায়গায় রেশমবস্ত্র সরবরাহ করা হয়। কিন্তু শিল্পপ্রধান এই গ্রামে মান্ধাতার আমল থেকে একটি গ্রাম্য অবিভাগীয় ডাকঘর চালু থাকায় এবং সেখানে বীমা করা দ্রব্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসাদারদের পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে নিজ ব্যয়ে রঘুনাথগঞ্জ শহরের বড় ডাকঘরে এসে ওই সব সামগ্রী পাঠানর ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে অহেতুক ব্যয়ভারে এই শিল্পের যার পর নাই ক্ষতি হচ্ছে। ব্যবসাদারেরা বহুদিন হতে উক্ত ডাকঘরটিকে উন্নত করে বিভাগীয় ডাকঘরে রূপান্তরিত করার জন্যে ডাক-বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে আসছেন। এ ব্যাপারে ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধানও চালিয়েছেন। তথাপি এক অজ্ঞাত কারণে আজও কোন ব্যবস্থা হল না। অথচ রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘরের অধীন বাড়ালা গ্রামের ডাকঘরকে বিভাগীয় ডাকঘরে রূপান্তরিত করার আদেশ এসেছে। কালবিলম্ব না করে গনকর ডাকঘরটিকেও উন্নত করা প্রয়োজন। তা না হলে এই সুপ্রাচীন রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বন্দে মাতরম্

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই মাঘ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল

"একজন ব্যক্তি একটি আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পারে—কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই আদর্শ সহস্র ব্যক্তির জীবনের মধ্যে মূর্ত হবে। বিবর্তনের চাকা এইভাবেই এগিয়ে যায় এবং এক পুরুষের ভাবধারা, আদর্শ ও স্বপ্ন পরবর্তী পুরুষে ন্যস্ত হয়।"

—নেতাজী

'পঙ্কে অনেক জিনিস জন্মিলেও 'পঙ্কজ' বলিতে যেমন কেবলমাত্র পদ্মকেই বুঝায়, তেমনি দেশে অনেক নেতা থাকা সত্ত্বেও **'নেতাজী'** বলিতে কেবলমাত্র বাঙলা মায়ের সুসন্তান সুভাষকেই বুঝায়।'

—দাদাঠাকুর

॥ ২৩শে জানুয়ারী চলিয়া গেল ॥

নেতাজী জন্মদিবসের প্রভাব শুধু বাংলার নয়, ভারতের মর্মমূলে গাঁথা। ভারত-আত্মার আত্মীয় সুভাষচন্দ্রকে আবার আমাদের মাঝে পাইতে চাহিয়াছি। কেন না আজ জাতীয় মেরুদণ্ডে বিরাট বজ্রকীটের অসহনীয় দংশন-জ্বালা। তাই আজও দেশ এই সিদ্ধকাম মাতৃমন্ত্রী সাধককে খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাহা মহত্তর তাহাতে গৌরবান্বিতা হইয়া এই ভারতমাতা জগৎসমক্ষে দণ্ডায়মানা হইবেন ঐশ্বর্যপূর্ণা মূর্তিতে। সেই মূর্তির বাণী পরিপূর্ণ সত্যের বাণী এবং সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বাণী। ইহাই ছিল নেতাজীর কামনা, সাধের স্বপ্ন। তাই তিনি রাজনীতির এত পঙ্কিলতার মাঝেও শুধু বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারতের জনজীবনে আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

জয়তু নেতাজী
জয়তু সুভাষ

— —

॥ ফ্যাশনের প্যাশন্ ॥

অতি সম্প্রতি ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থিত জঙ্গিপুর শহরে এবং পশ্চিম পাড়ের রঘুনাথগঞ্জে ছায়াচিত্রগৃহ দুইটিতে একই সঙ্গে দুইটি বাংলা ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহাতে তাবৎ হিন্দীপ্রেমীদের যথেষ্ট অসুবিধার কারণ ঘটিয়া থাকিবে। 'আরে মশাই, বাংলা ছবির পচা প্যানপ্যানানি কার ভাল লাগে বলুন? হিন্দী ছবির জৌলুষ কোথায় পাবে এরা?' —পথচারী শুনিলেন দুইটি সিনেমা হলে একই সঙ্গে বাংলা ছবি দেখানর জন্য দুই বর্ষীয়ান ভদ্রব্যক্তির আক্ষেপোক্তি, ফলতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, হিন্দী ছবি আজকাল বাংলা ছবি অপেক্ষা অনেক দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্বর দাবী রাখে।

আমরা এ ব্যাপারে একমত। কেন না অন্তঃসারশূন্য কাহিনীভিত্তিক ৯০% হিন্দী ছবি, মজাদার পরিবেশরচনায়। চটকদার পোষাক-পারিপাট্যে ও রূপচর্চার কসরতে ইনামদার হইয়া পড়িতেছে। রাতারাতি রুচির ভোল পালটাইয়া দিতেছে। তাই ত আজ সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে পুরুষ-নারী হিন্দী ছবির জয়গান করেন। পশ্চিমমুখী মন। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।' তাই পশ্চিমী ছবির দৌলতেই সবরকমের 'ফ্যাশন' আসিতেছে এবং তাহাতে সকলেরই 'প্যাশন্' বর্তাইতেছে। পরিধেয়ে, কেশে, গহনায়, চললে, বলনে এই ফ্যাশনের প্যাশন্।

—

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জঙ্গিপুরে লাট সাহেব

গত ২৬শে আগষ্ট, ১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার বেলা ১১-৩০ মিঃ সময় মাননীয় লাট বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল শুভাগমন করেন। রঘুনাথগঞ্জ গুজার ঘাটের সম্মুখে স্থানীয় জমিদার ও অত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয় লাট বাহাদুরের অবতরণের জন্য যে নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন তথায় লাট সাহেব অবতরণ করেন।

কমিশনারগণের অভিনন্দন: লাট বাহাদুরের জঙ্গিপুরে প্রথম আগমন উপলক্ষে অত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে। সম্রাটের প্রতি আমাদের অচলা রাজভক্তির সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) ব্রিটিশ সম্রাটের জয় কামনায় আমরা সতত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। .....আমরা আপনার ও লেডী কারমাইকেল মহোদয়ার দীর্ঘ-জীবন ও উন্নতি কামনা করি।

লাট সাহেবের প্রত্যুত্তর: রাজসিংহাসনের প্রতি আপনাদের অচলা ভক্তি আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে সাম্রাজ্যের জয় কামনার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। .. .. আপনাদের ইচ্ছা পূরনের জন্য আপনাদের পক্ষ হইতে যদি আপনারা সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যাল ড্রেন নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ সাহায্য করেন, তাহা আপনারা সত্বরই পাইবেন। .....আমি বহরমপুরের রেশম ফারমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি এবং আশা করি যে ইহার সাহায্যে রেশম শিল্প একেবারে নষ্ট হওয়া নিবারণ সম্বন্ধে কতকটা কার্য করা যাইবে। .....আপনারা আমার আগমন উপলক্ষে তৈয়ারী রাস্তার কারমাইকেল রোড নাম দিতে ইচ্ছা করিয়া আমার অনুমতি চাহিয়াছেন। সে অনুরোধ আমি রক্ষা করিলাম। আশা করি ঐ রাস্তা বহুকাল যাবৎ সাধারণের পক্ষে হিতজনক হইবে।

জঙ্গিপুর সংবাদ, ১৫।৫।১৩২২ ইং ১।৯।১৯১৫

জঙ্গিপুরের পাঁচালী

(চতুর্থ পর্ব্ব)

—শ্রীশিবানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শিবানুজ-রসিকচন্দ্র রায় সংবাদ)

শুন শুন মন দিয়া জঙ্গিপুরবাসী।
দেবী আশীর্ব্বাদে আমি হ'য়েছি প্রয়াসী ॥
পাঁচালীর ছন্দে গাঁথি অপূর্ব্ববারতা।
শুনাইতে সকলেরে বিচিত্র সে কথা ॥
চতুর্থ পর্ব্বের কথা শুন দিয়া মন।
জানিতে পারিবে বহু নাজানা কথন ॥

ভাবিতেছিলাম, তৃতীয় পর্ব্বে ম্যাকেঞ্জী পার্ক ও সরাইখানা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকারের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু দেবী বলিলেন—

মা শুচ, মা শুচ, বৎস, কিং রোদনেন।
সর্ব্বকর্মপ্রতিকারং ন ফলতি ভাগ্যেন ॥
ভূশং লিখ -অন্তে জনজাগরণম্।
জনমতমানয়তি প্রায়ঃ কর্ম্মফলম্ ॥

দেবীর বাক্যে সাহস পাইয়া তাঁহার আশিস শিরে লইয়া আবার বহুদিন পর কাগজ-কলম লইয়া বসিলাম। কিন্তু কি লিখিব? কি শুনাইব জঙ্গিপুরবাসীকে? তৎপূর্ব্বে বলি—

আমি শিবানুজ শুন, বন্দ্যোবংশজাত।
অন্য গোত্র নাহি আমি, শাণ্ডিল্যেই খ্যাত ॥
অন্যে শিবানুজ ভাই, না ভাবিও মনে।
'নেপো' কেন দধি খায় বঞ্চিয়া এ জনে?

ঠিক এইক্ষণে আমার কক্ষে এক দিব্যদেহী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। আমি তাঁহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিলে তিনি বলিলেন—

শিবানুজ হয়ে মোরে চিনিতে না পারো।
তুমি ছাড়া পাঁচালীর কবি আছে আরো ॥
কাগজে প্রকাশ কর বলে পায়াভারি?
এ পাঁচালী শুন নাই, হে যশ-ভিখারী।
আদেশিলা আজ তব কাব্য-দেবী মোরে
শিখাইতে এ পাঁচালী, শুন ধৈর্য্য ধরে।
শ্রীরসিক রায় আমি চন্দ্র দিও মাঝে,
স্মরিও আমারে সাদা রচনার কাজে।

তিনি সুমধুর কণ্ঠে পাঁচালী আরম্ভ করিলেন—

শুন জঙ্গিপুরবাসী শুন পৌরজন।
"রবীন্দ্র ভবন" কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
রবীন্দ্র উত্তরযুগ, বহু বর্ষ পরে।
সবে মেতে উঠে কবিস্মৃতিরক্ষা তরে ॥
জঙ্গিপুর মহকুমা তারি সাথে সাথে।
কবীন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা বাসনায় মাতে ॥
জি, এস, ব্যানার্জী নামে শাসক আসিল।
ভবন নির্ম্মাণকল্পে উৎসাহ যে দিল ॥
কিছু অর্থ চাঁদা তুলি সংগ্রহ করিয়া।
সারথিগণের হাতে দিলেন তুলিয়া ॥
স্বপ্নসাধ পূর্ণ নাহি হইল তাঁহার।
অন্যত্র গেলেন তিনি নিয়া কর্ম্মভার ॥
শাসক অমল গুপ্ত কর্ম্মভার নিল।
প্রতিনিধি ব্যক্তিগণে ডাকিয়া আনিল ॥
ভবন নির্ম্মাণকল্পে সমিতি গঠিল।
রোহিণীকুমারে ভার অর্পিত হইল ॥
উনিশ শ' বাষট্টি সাল আগষ্ট ছাব্বিশে।
কর্ম্মযজ্ঞে নামে শুন, সবে মিলেমিশে ॥
"রবীন্দ্র ভবন" ভিত্ত স্থাপিত হইল।
শাসক অমল গুপ্ত প্রেরণা যে দিল ॥
সবে মিলে ঠিক করে ভবন আকার।
নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ আর গ্রন্থাগার ॥
এই কর্ম্মে লক্ষাধিক অর্থ প্রয়োজন।
কেমনে আসিবে অর্থ চিন্তে সর্ব্বজন ॥
সংগ্রহ হইল অর্থ সাতাশ হাজার।
বহুলোকে অর্থ দেয় কব কত আর ॥
কোথা হ'তে কত এল শুন দিয়া মন।
কহি আমি একে একে শুন সর্ব্বজন ॥
জঙ্গিপুর মহকুমা ষ্টেজ কমিটির।
পুঁজি ছিল কিছু অর্থ কিছুটা জমির ॥
সে জমি বিক্রয় করি অর্থ যাহা হয়,
পাঁচ হাজার তিনশত 'রায়' হস্তে রয়।
শ্রীল অম্বিকাচরণ দাস মহামতি।
নানা সংগঠনে তিনি র'ন সভাপতি ॥
তাঁহার চেষ্টায় আর প্রদর্শনী ক'রে।
আট হাজার দুইশত অর্থ আসে ঘরে ॥
বহু ধনী দাতাগণ অর্থদান করে।
সাতাশ হাজার পাঁচশত, অর্থ জমা পড়ে ॥
সাড়ে চার হাজারেতে জমি যে হইল।
ভবন নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিল ॥
অর্থের সংগ্রহে চারি বৎসর কাটিল।
উনিশশো ছিষট্টিতে কাজে হাত দিল ॥
দেড়টি বছর কাটে নাট্য মঞ্চ হ'তে,
এবং প্রাচীর তরে। চলে এই মতে ॥
সামান্য একাজে প্রায় অর্থ শেষ হয়।
সাতাশ হাজার শেষ, পাঁচশো যে রয় ॥
প্রেক্ষাগৃহ নাহি হ'ল, নাহি গ্রন্থাগার।
সরকারী সাহায্য নাই সকলি অসার ॥
শাসক চৌধুরী এল গঠিল কমিটি।
রাজ-স্বীকৃতি পেল রবীন্দ্র সমিতি ॥
দশজন প্রতিনিধি হ'তে জনগণ।
সরকার মনোনীত হ'ল পাঁচজন ॥
তবু কোন উন্নতি চোখেতে না পড়ে।
যথা পূর্ব্বং তথা পরং এ কয় বছরে ॥
কেহ নাহি খোঁজ লয় নৈপথ্য কারণ।
সরকারী সহায়তা না পায় 'ভবন' ॥
রবীন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা না হ'ল সফল।
দাতাদের অর্থদান গেল রসাতল ॥
এমন ভবন হ'ল এ দশ বছরে—
স্মৃতির কঙ্কাল হ'য়ে সবে ব্যঙ্গ করে ॥

গান সমাপ্ত করিয়া রসিকচন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রচনাটি 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়ে জমা দিবার জন্য ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রণমিয়া ভাগীরথী বন্দি দেবী সরস্বতী
শিবানুজ রচে ভক্তিভরে।
অপূর্ব্ব পাঁচালীগাঁথা ছন্দবদ্ধ সে বারতা
সকলের আনিতে গোচরে ॥
কামনা করে যে কবি জনগণ জানি সবি
চেষ্টা যেন করে বিধিমতে।
সফল করিতে কাজ একমত হ'লে আজ
কার সাধ্য তাদেরে রোধিতে ॥

জঙ্গিপুর

(১৯৩৭—১৯৪৭—১৯৭২)

—অবনীকুমার রায়

ত্রিশ টাকা বেতনের এম-এ, পাশ স্কুল মাষ্টার। ব'ল্‌তে লজ্জা করে; —বলি পঁয়ত্রিশ টাকা—তবু সংসার ছিল সচ্ছল। স্কুলে ত্রিশ আর টিউশনি দশ। তাতেই সাত আটজনের সংসার ভালোভাবেই চ'লে যেতো। হাতেও কিছু জ'ম্‌তো। প'রতাম বাসন্তী মিলের সুপারফাইন কাপড়, আর ফাইনেষ্ট আদ্দির পাঞ্জাবী। লোকে আড়ালে ব'ল্‌তো,—'ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারের বাবুয়ানি দেখো না'। —হবে না কেনো; —আজের তুলনায় দ্রব্যমূল্য ছিল কতো কম। তাই মাসে চল্লিশ টাকাই ছিল যথেষ্ট।

তারপর আরম্ভ হ'লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্রব্যমূল্য বাড়্‌তে লাগ্‌লো। এর সঙ্গে চ'ল্‌লো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। সমাজে এলো বিপর্যয়। সবাই উদ্‌বিগ্ন। —কি হয়, কি হয়।

তারপর এলো ১৯৪৭; —১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট, ভারতের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দিন। কিন্তু তবু, 'আশা নিরাশায় ব্যথিত হৃদয়' সেদিনের জঙ্গিপুর-বাসী। র‍্যাডক্লিপ রোয়েদাদে পুণ্যভূমি বাংলাদেশ খণ্ডিত হ'য়েছে; আর সাময়িকভাবে মুর্শিদাবাদ প'ড়েছে পাকিস্তানে।

সেদিনের জঙ্গিপুরবাসী মুসলমানদের সে কী উল্লাস। রাস্তায় চ'লেছে তাদের সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ,' 'কায়েদী আজম জিন্না জিন্দাবাদ,' ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিব্যপ্ত। ওদের মুখে বিজয়ীর উদ্ধত হাসি।

শহরের চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব। গুজব রটেছে—বরজের মুসলমানেরা হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। হিন্দুরাও চুপ ক'রে ব'সে নেই। পাড়ায় পাড়ায় যুবসংঘ সারারাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। নির্দেশ দেওয়া আছে,—বিপদ দেখ্‌লেই বাড়ী বাড়ী শাঁখ বাজিয়ে সবাইকে জানান হবে।

তিন দিন হিন্দুদের যে কী অসহনীয় অবস্থা গেছে তা কল্পনাও করা যায় না। তারপর খবর পাওয়া গেলো মুর্শিদাবাদ প'ড়েছে হিন্দুস্থানে। তখন হিন্দুদের সে কী উল্লাস। পরদিন সকালে কাছারি প্রাঙ্গণে জনসভা। কাতারে কাতারে লোক জড়ো হ'য়েছে সেখানে। সে কী উন্মাদনা, সে কী উত্তেজনা। 'গান্ধীজী কি জয়,' 'স্বাধীন ভারত কি জয়,' 'জবহরলাল জিন্দাবাদ,' 'জয় হিন্দ্‌'। সেদিনগুলোর কথা অবিস্মরণীয়।

স্বাধীনতা এসেছে, উন্নত হ'য়েছে জঙ্গিপুর। অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গিপুর হ'য়েছে বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত, কর্দমাক্ত দাঁতবার করা ইঁটের রাস্তা পীচান্তরিত হ'য়েছে; সঙ্কীর্ণ পুরাতন হাসপাতাল সুবৃহৎ চিকিৎসা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হ'য়েছে, এসেছে আধুনিক যন্ত্রপাতি (যদিও ব্যবস্থার অনেক ত্রুটির কথা শোনা যায়); এসেছে সিনেমা,—ছোটো ছোটো ছেলেরাও গাইছে প্রেমের গান। কিন্তু—

হ্যাঁ, স্বাধীন আমরা। ছাব্বিশ বছরের স্বাধীনতা আমাদের। তবু জঙ্গিপুর তথা সারা ভারতের বহু সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। আজো দেশবাসী অনাহারক্লিষ্ট, ছিন্নবসন। তাদের ভাত-কাপড়ের সমস্যার আজো কোন সমাধান হয়নি। হয়তো বাইরের চাকচিক্য কিছু বেড়েছে; কিন্তু ভেতর অন্তঃসারশূন্য। 'বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।' দেশবাসীর আয় অবশ্য কিছু বেড়েছে; কিন্তু দ্রব্যমূল্য বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সাধারণ গেরস্থ আজ দু'মুঠো মোটা চালের ভাত, আর দু'খানা মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে ১৯৪৭ ছিল ভালো; মন্দের ভালো। কিন্তু আজ ১৯৭২ এ সাধারণের অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ৩০ টাকা মাইনে ৪৫০ এ দাঁড়িয়েছে বটে; কিন্তু তাতেও সংসার চলে না। বেতন বেড়েছে পনেরো গুণ; কিন্তু দ্রব্যমূল্য বেড়ে হ'য়েছে বিশগুণ। নিম্নের মূল্যতালিকা তারই একটা আভাস দেবে।

	১৯৩৭	১৯৪৭	১৯৭২
চাল	২৷৷০ টাকা মণ	১৫৲ মণ	৬০·০০ কেজি
ডাল	৵০ সের	৷৷০ সের	২·৫০ ,,
সরষের তৈল	।৵০ ,,	২৷৷০ ,,	৬·০০ ,,
ঘি	১৲ ,,	৫৲ ,,	১৬·০০ ,,
(যে ঘি আজ আর পাওয়া যায় না)			
দুধ	৵০ ,,	।০ ,,	১·৫০ ,,
মাছ	৷৷০ ,,	২৷৷০ ,,	৮·০০ ,,
সুপারফাইন কাপড়	১৲ একখানা	৬৲ একখানা	১৮·০০ একখানা,

ইত্যাদি।

তার ওপর, 'গোদের ওপর বিষফোড়া' জঙ্গিপুরেও দেখা দিয়েছে উৎকট রাজনৈতিক দলাদলি; —খুন, জখম, নরহত্যা। স্কুল কলেজ পুড়েছে, বোমা ফেটেছে, পরীক্ষার হলে চ'লেছে তাণ্ডব। চুরি ডাকাতি চোরাকারবার আজ ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত দেশ।

তবু বছর বছর হ'চ্ছে স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাণহীন অনুষ্ঠান। ছাব্বিশ বছরের স্বাধীনতা জনসাধারণের মুখের হাসি মুছে দিয়েছে।

তবু ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। জগৎসভায় আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ক'র্‌ছি; পাল্লা দিচ্ছি চীন, অ্যামেরিকা, রাশিয়ার সঙ্গে; শুন্‌ছি বড়ো বড়ো নেতার বড়ো বড়ো কথা,—'গরীবি হঠাও'। কিন্তু গরীবের পেটে আজ অন্ন নাই, পরনে কাপড় নাই। নেতারা বলেন,—'দেশের জন্য কষ্ট সহ্য কর।' আমরা বলি,—'দেশের জন্য মৃত্যুবরণ কর। তোমার মৃতদেহের ওপর গড়ে উঠ্‌বে তোমার উত্তরপুরুষের নতুন জীবন; আর তোমার হবে দধীচির আত্মদান। জয় হিন্দ্‌।'

———

অধ্যাপক মোল্লার জঙ্গীপুর কলেজে যোগদান

[বিশেষ প্রতিনিধি]

জঙ্গীপুর, ২৩শে জানুয়ারী—আনন্দের সংবাদ যে, অরঙ্গাবাদ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের সুযোগ্য প্রধান অধ্যাপক শ্রীনুরুল ইস্‌লাম মোল্লা আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে জঙ্গীপুর কলেজের অধ্যাপক পদে যোগদান করছেন। শ্রীমোল্লা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক, প্রগতিশীল সাংবাদিক ও সুবক্তা। তিনি ১৯৬৪ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা অনার্সে প্রথম স্থান এবং ১৯৬৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শ্রীমোল্লা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলা বিভাগের রীডার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক পরলোকগত ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপর গবেষণা করেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও বেতারে তাঁর অনেক ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও নভলেট প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, বহরমপুরের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনমত'-এর উদ্যোগে গঠিত 'সাহিত্য-বাসরে'র তিনি যুগ্ম-সম্পাদক। 'জঙ্গীপুর সংবাদে'র সঙ্গেও তিনি কয়েকবছর ধরে জড়িত আছেন।

"পলাশের তিন পাতা" বাংলা
"জিনে কা হাক্" হিন্দী
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
রাজ মহেন্দ্র (বম্বে)

উক্ত ছবিদ্বয়ে অভিনয় করার জন্য অবস্থাসম্পন্ন পরিবার হইতে ৩০ (ত্রিশ) জন অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই। বয়স ১৮—২৮ বৎসর। ১৫-২-৭৩ এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করুন।

হেড অফিস - এন, টি, ষ্টুডিও, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—ইউনাইটেড আর্ট প্রোডাকশন
C/o. হ্যানিমেন হোমিও ক্লিনিক
পোঃ লোহরপুর (মুর্শিদাবাদ)

বহিরাগতদের জন্যে

জঙ্গিপুর, ১৭ই জানুয়ারী—সম্প্রতি পদ্মার ভাঙ্গনে রাধানগর-জয়রামপুরের কাছে নতুন বস্তি হয়েছে। ফসলের ক্ষতি করার জন্যে সেখানকার একটি লোকের সঙ্গে মাঠের জাগালদারের যে কথা-কাটাকাটি হয়, তার ফলশ্রুতি হিসেবে আজ উক্ত বস্তির লোকেরা তাদের তাড়া করে। রাধানগর-জয়রামপুরের চাষীরা সকাল ন'টার দিকে নতুন বস্তিতে চড়াও হয়ে পালটা হিসেবে মারধোর ও টাকা লুঠ করেছে। এই খবর পেলে পুলিশ বেলা আড়াইটায় ঘটনাস্থলে যান। আমাদের সংবাদদাতাও ছুটে যান। কিন্তু সেখানকার অবস্থা শান্ত দেখলেও কিছু বহিরাগত ব্যক্তিকে খুবই উত্তেজিত দেখা যায়। এঁরা প্ররোচনামূলক কাজ করছিলেন বলে অনুমান হয়।

২৩শে জানুয়ারী স্মরণে

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে জানুয়ারী—আজ নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে স্থানীয় ছাত্রপরিষদ, যুবকংগ্রেস ও সেবাশিবির ক্লাবের উদ্যোগে প্রভাতফেরী বের হয়। সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবে নেতাজী জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা

সাগরদীঘি, ১৫ই জানুয়ারী—সম্প্রতি সাগর-দীঘিতে একটি গার্লস স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ করছেন বি, ডি, ও শ্রীকে, পি, দত্ত, ডাঃ বদরুল হক, নারায়ণ চৌধুরী, হিমাংশু রায়, অনুজ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই উদ্যোগ সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অনেকে আনন্দিত আবার অনেকে এই প্রস্তাবিত জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলটির স্বার্থহানি করবে বলে মনে করছেন।

বালিকা হরণের চেষ্টা ব্যর্থ

ফরাক্কা, ১২ই জানুয়ারী—গত ৮ই জানুয়ারী স্থানীয় মনোরঞ্জন সাহার দুই কন্যাকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত অপহরণ করার চেষ্টা করলে তাদের চিৎকারে আশপাশের বহুলোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে দুর্বৃত্তেরা পালিয়ে যায়। পুলিশ অনুসন্ধান করে দুর্বৃত্তদের কোন খোঁজ পায়নি।

'বলাকা'র নাট্যানুষ্ঠান

স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে স্থানীয় 'বলাকা নাট্য গোষ্ঠী'র প্রযোজনায় গত ১৭ই জানুয়ারী রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'অশান্ত বিবর' ও রতন ঘোষের 'রাজার বাড়ী কতদূর' একাঙ্ক নাটক দুটি অভিনীত হয় এবং ১৯ তারিখ মঞ্চস্থ হয় শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ঝর্ণা'।

জঙ্গিপুরে অতীতে বহু ভাল ভাল নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তাতে অভিনয় শৈলীর দিকও ছিল। নবীন এই নাট্যসংস্থার প্রযোজনা প্রশংসনীয়। প্রতিটি চরিত্র রূপায়ণ, মঞ্চসজ্জা, আবহ সঙ্গীত, আলোক সম্পাত ও দলগত পরিচালনা সুন্দর হয়েছিল। অভিনয়ে মুগ্ধ করেছেন যোশেফের ভূমিকায় শ্রীধর ব্যানার্জী, রীতার ভূমিকায় জয়শ্রী ব্যানার্জী, সুখিয়ার ভূমিকায় কুবের ঘোষ, পিল্লাই এর ভূমিকায় বিনয় মিশ্র এবং বীরেশ্বরের ভূমিকায় তমাল দাস।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলায় বসন্ত রোগ হইতেছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের তরফ হইতে ব্যাপকভাবে টীকাদান অভিযান চলিতেছে এবং অন্যান্য রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আপনারা যাঁহারা টীকা নেন নাই, অতি সত্বর ঐ টীকা নিন ও বাড়ীর সকলকে ঐ টীকা নিতে বাধ্য করুন। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মী যখন আপনার বাড়ীতে বা গ্রামে যাইবেন তখন তাহার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করুন। মনে রাখিবেন টীকা নিতে অস্বীকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

১১ মনি/৭০ ডিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষাল দেঃ মৃণালিনী দেবী দাবি ৪০০-৩৭ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ২ শতক মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা দ্বিতল দালান গৃহাদিসহ খং নং ৩৩৯ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব আঃ ৫০০৲

পর পৃষ্ঠায় দেখুন

জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর, ১৭ই জানুয়ারী —গত ১২ই জানুয়ারী দুপুরের পর যখন জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় এই প্রতিষ্ঠানের এ্যাডহক কমিটির সভা হচ্ছিল তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ব্লক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আজিজুর রহমান অনেকের সামনেই বলেছেন—'সাহাদাত এই প্রতিষ্ঠানে কিছুতেই আসতে পারে না। এলে আমি পদত্যাগ করবো।' একদিকে এ্যাডহক কমিটির সভ্য মহম্মদ সোহরাবের প্রস্তাব ও জয়নাল আবেদিনের সমর্থন অপরদিকে স্থানীয় এম-এল-এ কমিটির সম্পাদক হাবিবুর রহমান ও সদস্য অম্বিকাচরণ দাসের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাননীয় সভাপতির হুইপ অনুযায়ী সাহাদাত হোসেনকে এই প্রতিষ্ঠানে স্বপদে আনবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত '৬৯ এ যুক্তফ্রন্টের আমলে তৎকালীন বাংলা কংগ্রেসের এম এল-এ এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিন্টেণ্ডেট সাহাদাত হোসেনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর বিভিন্ন খাতের প্রচুর টাকা (যার অঙ্ক আজও নির্দ্ধারিত হয়নি) তছরূপের মামলা দায়ের করেন। পুলিশের ফাইন্যাল রিপোর্ট দাখিলের আগেই মাননীয় বিচারপতি নিজেই চার্জশীট দাখিল করেন। সে মামলার বিচার আজও চলছে।

নিলামের ইস্তাহার, ১ম মুন্সেফী আদালত, নিলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী '৭৩

৫ম পৃষ্ঠার পর

১০ মনি/৭২ ডিঃ শ্যামলাল হালদার দেঃ নটবর হালদার দাবি নাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকরী ১-৩৭ শতকের কাত ৩/১৪ মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি কপাট, চৌকাঠ, চালছাপ্পর নওয়াজিমা সহ আঃ ২৫০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ৫৯৩

২০ মনি/৭২ ডিঃ উমাচরণ সাহা দেঃ বাবলু দাস দিং দাবি ২৬২৮-৯০ থানা সুতী মৌজে ইচলিপাড়া ২-৫৮ শতকের কাত ৪-৫৭ তন্মধ্যে ৪৯৷৷০ শতকের কাত ১-৭২ টাকা বসত বাটী ও বৃক্ষাদিসহ আঃ ২২৫০৲

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার [illegible]

[illegible]

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

[illegible]

স্কুল উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে জানুয়ারী—গত ১৯শে জানুয়ারী সুতী থানার ডাহিনা গ্রামের যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "হারোয়া জুনিয়র হাই স্কুল" এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীসুধাংশুভূষণ মণ্ডল মহাশয় পৌরোহিত্য এবং বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনুষ্ঠানে সর্ব্বশ্রী পঙ্কজকুমার দাস, শিবশঙ্কর কবিরাজ প্রমুখরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের জন্য মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে স্মৃতি কবিরাজ ও তরুণকান্তি কবিরাজ।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ◦ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।